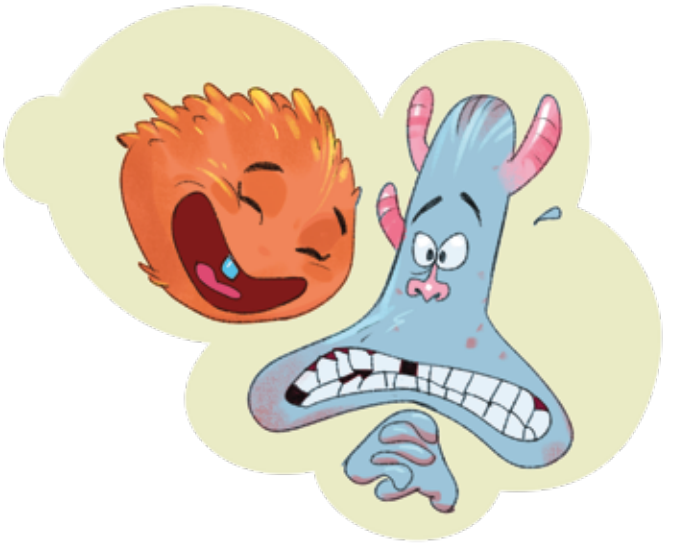

নতুন গল্পটা পড়ার আগে কি কি হয়েছিল না জানলে হয় ? চলো তাহলে এখন "গুগি-ফোক্‌লা'র প্রথম দেখা"য় কে কি করেছিল সেটা আগে জেনে নিই।

তোমাদের কি মনে আছে ? গুগির যে একটা মাত্র দাঁত! রাতের অন্ধকারে মুখ খুললেই যেটা নীল রঙের বাতির মতো জ্বলে। সেই গুগি তার জন্মদিনে বন্ধুদের সাথে খুব মজা করে খেলতে ভালোবাসে; তাই জন্মদিনের আগেরদিন ভাবলো জঙ্গলের মাঝখানে সবুজ ঘাসের মাঠে বন্ধুদের ডেকে ঠিক করবে নতুন ধরনের কি কি মজা করা যায়। সেই কারণে গুগি এগিয়ে গেল মাঠটার দিকে।

ফোক্‌লার একশোটা দাঁত। কিন্তু সে যখনই মিথ্যে কথা বলে, তখনই একটা করে দাঁত টুস্ করে ঝরে পড়ে। তারপর কান্নাকাটি করে মাফ চাইলে দাঁতগুলো ফিরে আসে আবার আগের জায়গায়। হঠাৎ একদিন অনেকবার মাফ চাওয়ার পরও দাঁতগুলো ফিরে আসলো না। ফোক্‌লা তখন বেশ ভয় পেয়ে খুব মন খারাপ করে যে ক'টা দাঁত বাকি ছিল,সেগুলো গুনতে শুরু করে। কিন্তু দুই এর পর তিন নাকি চার হবে সেটা মনে করতে না পেরে নাক-কান ধরে ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করে দিল, তাতেও কোনো ফল হলো না।

বেশি টেনশনে ফোক্‌লা'র খুব হাঁচি আর কাশি পায়, তখন তার মুখে হাঁচোক্কা হাঁচোক্কা আওয়াজ শুরু হয়। রাতজাগা পাখিরা সেই আওয়াজ শুনে ভাবে নতুন তালের কোনো গান। তারা মহা আনন্দে গান গায়, হাঁচোক্কা হাঁচোক্কা। শুনে ফোক্‌লা রেগে আগুন হয়ে তেড়ে মারতে যায় ওদের।
গুগি আগেই মাঠে এসে ওর দাঁতের আলো পরীক্ষা করছিল। সেই আলো দেখে রাতজাগা পাখিরা উড়তে উড়তে চলে এলো গুগি'র দিকে। ফোক্‌লা ওদের পিছু পিছু দৌড়াতে গিয়ে হঠাৎ এমন আলো দেখে ভীষণ চমকে গেল। তারপর কিভাবে যেন গুগির পিঠে ধাক্কা খেয়ে ধপাস্ করে পড়ে গেল মাটিতে। এভাবেই আচমকা দেখা হয়েছিল ওদের দু'জনের।
কিন্তু গুগির জন্মদিনে অনেক মজা হবে শুনে ফোক্‌লা হিংসা করতে শুরু করলো। গুগি যেটাই বলে, ফোক্‌লা বলে তার উল্টোটা। গুগির দাঁতে এমনি এমনিই আলো জ্বলে শুনে ফোক্‌লা কিছুতেই মানতে চায়না। জোর গলায় বলে, নিশ্চয়ই কোথাও একটা সুইচ আছে, সুইচ অন না করলে কি আলো জ্বলে ? সূর্যেরও নাকি সুইচ আছে! সেটা অন করলেই সকাল হয়। গুগি'র ডাক শুনে যারা এসেছিল, হাতি, বানর, শিয়াল, বাঘমামা, জিরাফ, গন্ডার সবাই এসব কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। কিন্তু ফোক্‌লা নিজে যা বলেছে সেটা প্রমাণ করতে আরো মিথ্যে গল্প বলা শুরু করলো। যে কারণে এক এক করে সব দাঁত ঝরে পড়লো। তারপর জঙ্গলের পশুপাখিরা ওর মিথ্যা কথায় বিরক্ত হয়ে তাড়া করলো ওকে। ফোক্‌লা লাফ দিয়ে এক পাশে এসে কান্নাকাটি করে বলতে শুরু করলো, আমার খুব টয়লেট পেয়েছে, যেতে দাও। কিন্তু ততক্ষণে সবাই ফোক্‌লাকে ঘিরে ধরেছে। বনের হলুদ পাখিটা বললো, তুমি এখন সুইচ না জ্বালাতে পারলে আমরা সবাই মিলে তোমার সুইচ অন করবো। এই কথাটা শুনে একটু ফাঁক পেয়ে ফোক্‌লা একটা লাফ দিয়ে ভীষণ জোরে দৌড় দিল। সেটা দেখে সবার কি যে হাসি আর হাততালি! থামতেই চায় না। তখনই আস্তে আস্তে সকাল হয়ে গেলো। সূর্য্যমামা একটু উপরে উঠেই ফিক্ করে হেসে দিয়ে বললো, এগুলো কি বলছে ও? আমাকে জ্বালানোর জন্য সুইচ লাগবে কেন ? আমিতো নিজেই একটা আলো। সময়মতো এসে হাজির হই বলে সকাল

হয়। তোমরা কি জানো আমার কাছ থেকে আলো নিয়ে চাঁদও যে জ্বলে থাকে? চাঁদ, তুমি কোথায় ? চাঁদ...! সূর্য্যের ডাকে চাঁদ তখন দিনের আলোতেই একটুখানি দেখা দিয়ে বললো, সূর্য্যমামা একদম ঠিক বলেছে। আমিও তোমাদের মামা! সূর্য্যও তোমাদের মামা! ওদের কথা শুনে বাঘও হাসতে হাসতে বললো, আমিও কিন্তু তোমাদের মামা!
এতগুলো মামা একসাথে পেয়ে গুগি খুব খুশি। জন্মদিনে এটাইতো সবচেয়ে বড় উপহার। সবাইকে ডেকে বললো, চলো এখন একসাথে মিলে খুশিতে হাততালি দিই। সবাই এগিয়ে এসে হাততালি দিতে শুরু করলো আর এভাবেই সকাল সকাল শুরু হয়ে গেল গুগি'র জন্মদিনের আনন্দ উৎসব।

ওদিকে ফোক্‌লা দৌড়াতে দৌড়াতে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে থামলো। পেছন ফিরে দেখলো কেউ তাড়া করে আসছে কিনা। তারপর ভয় কাটিয়ে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে বসলো ক্লান্ত হয়ে। ভীষণ পানির পিপাসা আর খিদে পেয়েছে তার। কিন্তু আশপাশে কোথায় পানি, খাবার কিছুই জানেনা সে। গুগির জন্মদিনে নিশ্চয়ই অনেক মজার মজার খাওয়া দাওয়া হয়েছিল। ইশ্‌ তখন মিথ্যা না বলে সবার সাথে সুন্দর গল্প করলেতো সেই মজার খাবারগুলো সে নিজেও খেতে পারতো। এসব ভেবে ভীষণ আফসোস হলো ফোক্‌লার, দু:খে কান্নাকাটি করতে করতে একসময় ঘুমিয়েই গেল সে। বেশ লম্বা ঘুম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলো গুগি'র জন্মদিনে সব বন্ধুরা মিলে হৈচৈ করছে আর মজার মজার খাবার খেয়ে গান গাইছে।

গুগি বন্ধুর জন্মদিনে
খাচ্ছি সবাই মিলে
কুটুস-কাটুস কামড় দিয়ে
খোসাটাকে ছিলে !
খাচ্ছি গিলে, সবাই মিলে
কি মজারে সবাই মিলে
খাচ্ছি এখন গিলে !

স্বপ্নের মধ্যে এই গানের সাথে একবার নেচে উঠে ফোক্‌লার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন বুঝতে পারলো প্রচন্ড ক্ষুধায় তার নিজের আঙ্গুলটাকেই পিঠা মনে করে চিবিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছিল এতক্ষণ।ওরে বাপরে ...! ভীষণ ভয় পেয়ে চমকে উঠলো ফোক্‌লা, ভাগ্যিস মুখে একটাও দাঁত বাকি নেই ওর। তা নাহলে হয়তো এতক্ষণে নিজের আঙ্গুলটাই খাওয়া হয়ে যেতো। এই কথাটা ভেবে শিউরে উঠে কাঁপতে শুরু করলো ফোক্‌লা। ভয় আর ক্ষুধায় মনে হলো সামনে যা পাবে তাই চিবিয়ে খাবে এক্ষুনি। কিন্তু কোথায় পাবে খাবার! স্বপ্নের মধ্যে গুগির জন্মদিনের উৎসবে যেভাবে সবাইকে মজার খাবারগুলো খেতে দেখলো ! সেগুলো কি কাটুস -কুটুস কামড় দিয়ে সে আর খেতে পারবে ? তারতো একটা দাঁতও বাকি নেই আর। খুব মন খারাপ করে কিউ কিউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল ফোক্‌লা।

সে ভেবেছিলো, হয়তোবা আগের মতো মাফ চাইলে সব দাঁতগুলো আবার ফেরত পেয়ে যাবে। কিন্তু না, সেটা এবার কোনভাবেই হলোনা। দাঁতগুলো ফিরে না পেলে হয়তো শুধু পানি আর ফলের রস খেয়েই বাকি জীবন কাটতে হবে। ভালো ভালো খাবার দেখে লোভ হবে! খুব মন খারাপ হবে, কিন্তু কি করবে ? একশোটা না হোক, অন্তত কয়েকটা দাঁত থাকলেইতো চলতো। কি হয় এবারের মতো মাফ করে দিলে! ফোক্‌লা মনে মনে বলতে থাকলো, আর কখনো কোনদিন মিথ্যে কথা বলবে না সে কিছুতেই। কখনো না, কোনোদিনও না! কিন্তু এসব ভেবেও কোনো লাভ হলো না।

এভাবেই বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেলো ফোক্‌লার। জঙ্গলের লতাপাতার মধ্যে লুকিয়ে থেকে, কিছু না খেয়ে দূর্বল শরীর নিয়ে বেশ অদ্ভূত এক চেহারা হয়ে গেলো তার। একদিন খুব বৃষ্টি হলে এখানে সেখানে পানি জমে গেল। সেই পানি খেয়ে পিপাসা মিটিয়ে নিতে জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গাটায় দাঁড়ালো ফোক্‌লা। এদিক ওদিক চারপাশে মাথা ঘুরিয়ে প্রথমে জায়গাটাকে বোঝার চেষ্টা করলো। কোথায় কোনদিকে কি খাবার পাওয়া যেতে পারে, আন্দাজ-অনুমানে ব্যস্ত হয়ে গেল। ঝকঝকে আকাশে সূর্য্য উঠেছে বেশ খানিকটা আগে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদগুলো ইচ্ছেমতোন নাচছে হেসে-খেলে।